

২০১৭

নতুন গজলে

মাহে-রমজানের বাহার



pdf By Syed Mostafa Sakib

কে. জি. এন. বুক সেন্টার

নিয়ার মরকাজ হনফী সুন্নী জামে-মসজিদ

নূরী চৌক, রামগঞ্জ বাজার

পোঃ- রামগঞ্জ, থানা- ইসলামপুর

জেলা- উত্তর দিনাজপুর (পঃ বঃ)

ফোন - 8906486642

মুহাম্মাদ সাহিন আকতার

ফোন - 9832568010 / 7047684816

হাদিয়া - ১২ টাকা মাত্র

## !! সূচীপত্র !!

১.	আজ রমজানের চাঁদ উঠিল,	৩
২.	খোদার দেওয়া উপহার,	৪
৩.	আজ দূর আকাশের বুকে,	৫
৪.	সালাম, সালাম, সালাম, সালাম	৬
৫.	আল্লাহ তুমি শ্রেষ্ঠ মালিক,	৭
৬.	মা আমার জীবন সাথী,	৮
৭.	আজ নীল আকাশের বুকে হেসে,	৯
৮.	খাইরুল ওয়ারা, ওয়া নূরুলহুদা-	১০
৯.	আল্লাহর পিয়ারা, দায় হালিমার দুলারা	১১
১০.	মদিনা তোমায় সালাম,	১২
১১.	আজ আমার নবীর আগমনে,	১৩
১২.	ও মদিনা আমি তোবার দিবানা,	১৪
১৩.	আমরা হুসাইনী মুসলমান,	১৫
১৪.	কিছু বলার কী দরকার,	১৬
১৫.	আল্লাহ, আল্লাহ বলো মুসলমান,	১৭
১৬.	দো-জাহার বাদশা হয়েও,	১৮
১৭.	দুনিয়ার বুকে হাজারো জাতি,	১৯
১৮.	কবির কলম লিখে হাজার কথা,	২০
১৯.	আউলিয়াদের সেরা যিনি,	২১
২০.	আল্লাহর বন্ধু যিনি	২২
২১.	যেদিন থেকে বুঝেছি	২৩
২২.	আকাশেতে লক্ষ তারা,	২৪
২৩.	আমার জান্নাতেরো জান্নাত---	২৫
২৪.	শোনো মোমিন মোমেনাত,	২৬
২৫.	আল্লাহ রাক্ব মুহাম্মাদীন -	২৭
২৬.	সবুজে ঘেরা এই পৃথিবীটা,	২৮
২৭.	একদিন এই পৃথিবী ধংস হবে,	২৯
২৮.	আজ বিদায় নিল রমজান মাস	৩০
২৯.	১২ রাবিউলের ভোরে---	৩১
৩০.	আমি কালকে যাব শেষ সফরে,	৩২

২০১৭  
নতুন গজলে  
মাহে-রমজানের বাহার



• কবি •

মুহাম্মাদ সাহিন আকতার

গ্রাম- বীরসিংগছ, পোঃ রামগঞ্জ, থানা- ইসলামপুর  
জেলা- উত্তর দিনাজপুর (পঃ বঃ)

উৎসর্গঃ আমি আমার গৃহে প্রবন্ধটি আমার  
শ্রোতৃ ভাই মরহুম আব্দুল কাদের জিলানি গুর  
নামে উৎসর্গটি করলাম।

বিঃ দ্রঃ - প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে কেহ এই  
পুস্তক প্রকাশক কর্তৃত্ব সংরক্ষিত।

ফোন : 9832568010 / 7047684816

সর্বসত্ত্ব প্রকাশকের হাদিয়া- ১২ টাকা মাত্র

(২)

আজ রমজানের চাঁদ উঠিল

আজ রমজানের চাঁদ উঠিল,  
দুওয়ারে, দুওয়ারে ফুল ফুটিল।  
কেউবা ঘরে নিল এই ফুল,  
কউবা ফেলে দিল।

মুসলমানরা জাগায় জাগায়,  
চাঁদকে পাঠাল সালাম।

শুরু হলো তারাবীহ-  
জান্নাতের চাবি।

কেউ জোগার করে  
আর কেউবা দূরে যায়।  
এটা হলো খুশির মাইনা  
রমজানের ভাই।

কেউ জোগার করিল,  
আর কেউবা দূরে গেলো।

কুরআনে আল্লাহ বলে, “ওহে মানবগণ”।  
রোজা করো রোজা করো।

রোজা সুখের ধন।

নবী রোজা রাখত

করতো রাত জেগে এবাদত।

সাহিন তুই সেই নবীর অনুসারে ছাঁড়িসনা রোজা,  
যত পারিস বেশি করিস রোজা।

আজ রমজানে চাঁদ উঠিল,  
দুওয়ারে, দুয়ারে ফুল ফুটিল।

কেউবা ফেলে দিল ॥

(৩)

## খোদার দেওয়া উপহার

খোদার দেওয়া উপহার,  
বারোমাসে সাতবার।  
সর্বসেরা মাসটির নাম  
মাহে রমজান।  
এগারো মাসের পরে,  
ঘরে আসে দুওয়ারে, দুওয়ারে।  
রাখো রাখো রোজা রাখো,  
আল্লাহর নৈকট্য পাবে। তারাবীর নামায পাড়ো  
দেহের আত্মা শান্তি পাবে।  
যদি ঘরে-জানে তোমার বালা-মুসিবত থাকে।  
মাহে রমজানের বরকতে,  
দূর নয় বহু দূর যাবে।  
খোদার দেওয়া উপহার,  
বারোমাসে সাতবার।  
সর্বসেরা মাসটির নাম  
মাহে রমজান।  
মাহে রমজানে সাহিন,  
রোজা রাখ মনভরে।  
আর আল্লাহ ও নবীর  
প্রশংসা কর বারবার।  
খোদার দেওয়া উপহার,  
বারোমাসে সাতবার  
সর্বসেরা মাসটির নাম  
মাহে রমজান ॥

## আজ দূর আকাশের বুকে

আজ দূর আকাশের বুকে,  
আপন মনের সুখে।  
রমজানের চাঁদ উঠেছে,  
আমার রবের হুকুমে।  
এসোরে এসো মুসলমানগণ য়ারে মসজিদ,  
তারাবিহীর নামায পড়িতে।  
আমার রবের হুকুমে-  
আল-কুরআনে আল্লাহ বলে,  
রোজা রাখিতে।  
এসো এসো মুসলমানগণ,  
রোজা রাখি সবাই মিলে।  
আমার রবের হুকুমে-  
আজ দূর আকাশের বুকে,  
আপনা মনের সুখে।  
রমজানের চাঁদ উঠেছে,  
আমার রবের হুকুমে।  
সাহিন রমজানের রোজা রেখে,  
আর মাবুদের কালাম পড়ে -  
ধন্য কর গোটা জীবনটাকে,  
আমার রবের হুকুমে ॥

**সালাম, সালাম, সালাম, সালাম**

সালাম, সালাম, সালাম, সালাম  
নবী গো তোমায় সালাম ।

তোমার তরেই আমি পেয়েছি কলাম,  
সালাম, সালাম, নবী তোমায় সালাম ।

সালাম, সালাম, সালাম, সালাম,  
নবী গো তোমায় সালাম ।

তুমি আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ দান,  
তোমার তরেই সৃষ্টি সারা আলম ।

সালাম, সালাম, সালাম, সালাম  
নবী গো তোমার সালাম ।

তুমি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী,  
তোমার আনা সত্য ধর্ম ইসলাম ।

সালাম, সালাম, সালাম, সালাম  
নবী গো তোমায় সালাম ।

তোমার নাম লিখেছে সর্বপ্রথম,  
আরশে আজমে আল্লাহর কলম ।

সালাম, সালাম, সালাম, সালাম  
নবী গো তোমার সালাম ।

সাহিন সর্বক্ষণ সুরে, সুরে  
তার নামে পাঠা দারুদো-সালাম ।

সালাম, সালাম, সালাম, সালাম  
নবী গো তোমায় সালাম ॥

**আল্লাহ তুমি শ্রেষ্ঠ মালিক**

আল্লাহ তুমি শ্রেষ্ঠ মালিক,  
এ সবি তোমার দান ।

তুমি মেহরবান গো আল্লাহ-  
তুমি দয়াবান ।

তুমি সকল কিছুর সৃষ্টিকারী,  
সবার অনুদাতা ।

তোমার দায়ায় পাঠায় আমরা-  
নামাযেতে বার্তা ।

তুমি শ্রেষ্ঠ পালনকর্তা-  
মাবুদ শ্রেষ্ঠ পালনকর্তা ।

তুমি ঘোর অন্ধকার দুনিয়াকে,  
দিরোছো কুরআন ।

তুমি মেহরবান গো আল্লাহ-  
তুমি দয়াবান ।

লক্ষ লক্ষ নবী-রাসূল  
পাঠিয়াছো দুনিয়ায় ।

কিন্তু আমাদের দিয়েচো-  
শ্রেষ্ঠ রাসূল ।

তুমি আল জালীল গো আল্লাহ-  
তুমি আল ওয়াকীল ।

আল্লাহ তুমি শ্রেষ্ঠ মালিক,  
এ সবি তোমার দান ।

তুমি মেহরবান গো আল্লাহ-  
তুমি দয়াবান ।

## মা আমার জীবন সাথী

মা আমার জীবন সাথী,  
মা আঁধারে আলোর বাতি ।  
তাই মাকে কেউ ভুলোনা,  
ভুললে হবি জাহান্নামি ।  
মা আমার জীবন সাথী,  
মা আঁধারে আলোর বাতি ।  
মা হলো দুঃখের সুখ,  
ছাড়লে খোদা, নবী হয় না রাজি,  
মা আমার জীবন সাথী,  
মা আঁধারে আলোর বাতি ।  
মার আঁচল হলো খোদার জান্নাত,  
ছাঁড়লে পাবিনা তা তুমি ।  
মার কদম হলো জান্নাতের চৌখাট,  
চুমলে সেথায় চুম্বন পরে ।  
মা আমার জীবন সাথী,  
মা আঁধারে আলোর বাতি ।  
সাহিন মার খেদমত ছাঁড়িস না তুই,  
ছাঁড়লে হবি জাহান্নামি ।

(৮)

## আজ নীল আকাশের বুকে হেসে

আজ নীল আকাশের বুকে হেসে,  
রাবিউলের চাঁদ উঠেছে ।  
এই মাসেরেই দ্বাদশ দিনে,  
আমার নবীর আগমনে --  
পাপীষ্ঠ শয়তান চিৎকার মেরে  
কেঁদেছিল ধরনীর বুকে ।  
ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবুল্লাহ ।  
আল কুরআনে আল্লাহ বলে --  
কী বলে ?  
হে মুহাম্মাদ সকল কিছু,  
আমি সৃষ্টি করেছি তোমার তরে ।  
তুমি মহান নেতা, বানী আদমের দাতা ।  
তুমি খাইরুল ওয়ারা, তুমিই নূরুল হুদা ।  
ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবুল্লাহ ।  
বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবুল্লাহ ।  
কুরআনে, নামায়ে, আযানে, যিকিরে,  
আরশে আযমের চৌখাটে, চৌখাটে ।  
তুমি আরশে আযমের চৌখাটে, চৌখাটে ।  
ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবুল্লাহ ।  
আজ নীল আকাশের বুকে হেসে,  
রাবিউলের চাঁদ উঠেছে ।  
ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবুল্লাহ ।  
সাহিন সবসময় নবীর দেখা পথে চল ।  
আল্লাহর ভয়ে ফেলা আপন চোখের জল ।  
আর কেঁদে কেঁদে বল-ইয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবুল্লাহ ।  
রাসূল যদি খুশি হয় তোকে মাফ করবে, দয়াময় ।  
বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবুল্লাহ ।

(৯)

খাইরুল ওয়ারা, ওয়া নূরুলহুদা-

খাইরুল ওয়ারা, ওয়া নূরুলহুদা-  
তুমি যে মেহেবুবে খোদা।  
তোমার নামের রশি ধরে,  
চন্দ্র, তারা আজো আকাশে।  
তোমার নামের গুনের তরে,  
আজো খোলা আকাশে সূর্য জেগে আছে।  
তুমি আমার আকা, তুমি আমার দাতা  
তুমিই আমার দো-জাহা।  
খাইরুল ওয়ারা, ওয়া নূরুলহুদা-  
তুমি যে মেহেবুবে খোদা।  
প্রথান দেয় কংকড়ো-পাথর  
প্রমান দেয় কুরআন।  
তুমি আল্লাহর পিয়ারা মেহেমান,  
তোমার মক্কা তোমার মদিনা,  
তোমার এই দুনিয়া।  
তুমি মাসুম, তুমি পিয়ারা;  
তুমি যে মেহেবুবে খোদা

আল্লাহর 'প্যাব' দায় হালিমার দলবা

আল্লাহর পিয়ারা, দায় হালিমার দুলারা  
মোর নবী মুহাম্মাদ, মোর নবী মুহাম্মাদ  
মা আমেনার লাডলা, আবদুল্লাহর নয়ণ তারা  
মোর নবী মুহাম্মাদ, মোর নবী মুহাম্মাদ।  
ওরে ও জগৎবাসী, ওরে ও জগৎবাসী।  
আজ ধরা দেখ কেমন রংগে ভরেছে,  
এসেছে, এসেছে, এসেছে...  
আজ গগনে আল্লাহর পিয়ারা এসেছে।  
মক্কা খুশির ভরে ---  
আজ মন ভরে দুরুদ পড়ে।  
মদিনাও খবর পেয়ে, খুশির অঞ্জু ফেলে।  
এসেছে, এসেছে, এসেছে...  
আজ গগনে আল্লাহর পিয়ারা এসেছে।  
মুহাম্মাদের আগমনে।  
মা আমেনা ধন্য হলো,  
নবী মুহাম্মাদকে কোলে পেয়ে।  
আল্লাহর পিয়ারা, দায় হালিমার দুলারা  
মোর নবী মুহাম্মাদ, মোর নবী মুহাম্মাদ  
মা আমেনার লাডলা, আবদুল্লাহর নয়ণ তারা  
মোর নবী মুহাম্মাদ, মোর নবী মুহাম্মাদ

## মদিনা তোমায় সালাম

মদিনা তোমায় সালাম,  
পাঠায় তোমার নবীর গোলাম।  
যদি হয় সালামে ভুল,  
তবু করোগো কবুল।  
তুমি যে আমার শিক্ষা,  
গগনের আলো শিখা।  
তুমি যে রহমতের ভান্ডার,  
তুমিই তো সবচেয়ে সুন্দর।  
তাইতো মুসলমানরা সবাই,  
তোমার উপর সালাম পাঠায়।  
মদিনা তোমায় সালাম,  
পাঠায় তোমার নবীর গোলাম।  
যদি হয় সালামে ভুল,  
তবু করোগো কবুল।  
তোমার বুকের ওপর আছে,  
দো-জাহার নবী গুঁয়ে।  
তাইতো নবীর সাথে সাথে,  
তোমাকেই পাঠায় সালাম।  
মদিনা তোমায় সালাম,  
পাঠায় তোমার নবীর গোলাম।  
যদি হয় সালামে ভুল,  
তবু করোগো কবুল।

## আজ আমার নবীর আগমনে

আজ আমার নবীর আগমনে,  
দুনিয়ায় ফুটিল শান্তির ফুল।  
আজ যে বারো রাবিউল,  
তাই খুশির তরে সবাই  
মিলে বলো ইয়া রাসূল।  
ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূল।  
আজ যে বারো রাবিউল,  
ধন্য হলো আরব ভূমি, ধন্য হলো কুরাইশ কুল।  
তাই সবাই মিলে বলোরে ভাই,  
ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূল।  
আজ যে বারো রাবিউল।  
রাসূলদেরো রাসূল এলেন  
জমিনের বুকে।  
দেখো সবাই মিলে কেমন  
নবী নবী বলে।  
আজ মা আমেনার কোলে এলো  
কাবারো কাবা  
দেখো ফেরেশ্তারা সবাই বলে  
মরহাবা, মরহাবা।  
খুশির জোয়ারে ময়না, টিয়া  
আর গাই বুলবুল।  
সবাই মিলে বলোরে ভাই,  
ইয়া রাসূল।  
ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূল।  
আজ যে বারো রাবিউল।



## ও মদিনা আমি তোবার দিবানা

ও মদিনা আমি তোবার দিবানা,  
ডাকো, ডাকো আমায় ডাকো,  
আমি দেখব নবীর রাওজা।  
কাঁদব সেথায় বসে বসে,  
ব্যথা মনে শান্তি আসবে।  
মক্কার আয়ান মন ভরে,  
করব শ্রবণ কাবার পাশে,  
ও মদিনা, ও মদিনা আমি তোমার দিবানা,  
আল্লাহর যেথায় আপন ঘর,  
বানাল নিজ কুদরতে।  
আর সেখানে আপন বন্ধু,  
পাঠাল নিজ কুদরতে।  
চলরে ভাই মুসলমান,  
মক্কা, মদিনা যায়।  
ও মদিনা, ও মদিনা আমি তোমার দিবানা,  
ডাকো, ডাকো আমায় ডাকো।  
আমি যাবো তোমার মদিনা,  
আমি দেখব নবীর রাওজা।  
ও মদিনা, ও মদিনা আমি তোমার দিবানা,  
সাহিন যত পারি পড় দরুদ।  
ঐ মদিনার উপর।  
দেখিস একদিন ডাকবে তোকে ওই মদিনা  
মনো-প্রাণ ভরে।  
ও মদিনা, ও মদিনা আমি তোমার দিবানা,  
ডাকো, ডাকো, আমায় ডাকো,  
আমি দেখব নবীর রাওজা।

## আমরা হুসাইনী মুসলমান

আমরা, হুসাইনী মুসলমান,  
আমার নবীর গোলাম।  
আমরা হুসাইনী মুসলমান  
আমার নবীর জানের জান।  
আমরা হুসাইনী মুসলমান,  
আমার নবীর গোলাম।  
তার ওই খুনের বদলে,  
আমরা জান্নাতে যাবো।  
আমরা কেমন করে  
সেই হুসাইনকে ভুলে যাব।  
নাজদিরা সব ভুলে গেছে,  
আমার হুসাইনকে।  
তাইতো তাদের ঠিকানা আল্লাহর জাহান্নামে হবে।  
কেন?  
দেখ ওরা রোজা করে, আমরাও রোজা করি।  
ওরা নামাজ পড়ে, আমরাও নামাজ পড়ি।  
আল্লাহ তাদের সিজদাকে দেয় মুখে মেরে।  
তাইতো তাদের কপালে কালো ধাবা পরে।  
আমরা সুন্নীরা সব নবীর গোলাম বলে,  
আমাদের সিজদা পৌঁছায় আল্লাহর কাছে।  
তাইতো আমাদের দেহে কালো ধাবার পরিবর্তে,  
খোদার জতির্ময় নূর চমকায়।

## কিছু বলার কী দরকার

কিছু, বলার কী দরকার,  
সবে জানে আমার সরকার।  
কার মনে কী ঘুরে,  
সবে জানে আমার সরকার।  
মদিনাতে গুঁয়ে উম্মতের খবর,  
সবে জানে আমার সরকার।  
আমার শত শত গুণ,  
সবে জানে আমার সরকার।  
আর কিয়ামত কবে হবে,  
এয়ো জানে আমার সরকার।  
কিছু বলার কী দরকার,  
সবে জানে আমার সরকার।  
কার জীবনের কখন ভোর ফুঁরাবে,  
কমে নেমে আসবে ঘুঁট অন্ধকার,  
সবে জানে আমার সরকার।  
সাহিন তোর মাথায় কী আছে,  
আগে তোর কলম কী লিখবে।  
সবে জানে আমার সরকার।  
কিছু বলার কী দরকার,  
সবে জানে আমার সরকার।  
কার মনে কী ঘুরে,  
সবে জানে আমার সরকার।

## আল্লাহ, আল্লাহ বলো মুসলমান

আল্লাহ, আল্লাহ বলো মুসলমান,  
আল্লাহ, আল্লাহ বলো।  
আল্লাহ বানাল দুনিয়া,  
আল্লাহই দিল আলো।  
আল্লাহ, আল্লাহ বলো মুসলমান,  
আল্লাহ, আল্লাহ বলো।  
আল্লাহ নামের রশি ধরে,  
সবাই জান্নাত যাব।  
আল্লাহ রহমানো-রহীম  
আল্লাহ হিসাবকারী।  
আল্লাহ পরম দয়ালু,  
আমি বড়ো পাপী।  
তাই আল্লাহ আমি তোমার ভয়ে,  
তোমারই নাম জপি।  
আল্লাহ, আল্লাহ বলো মুসলমান,  
আল্লাহ, আল্লাহ বলো।  
আল্লাহর নামের রশি ধরে,  
সবাই জান্নাত যাব।  
আল্লাহ তুমি শান্তিদাতা,  
তুমি হিসাব রক্ষাকারী।  
রোজ হাশরে রক্ষা করো,  
ওগো খোদা আমায় তুমি।  
আল্লাহ, আল্লাহ বলো মুসলমান,  
আল্লাহ, আল্লাহ বলো।  
আল্লাহ বানাল দুনিয়া,  
আল্লাহই দিল আলো

দো-জাহার বাদশা হয়েও

দো-জাহার বাদশা হয়েও,  
আমার নবী কখনো গুঁয়েনী মখমলে,  
হাত বালিশ চট বিছানা গুঁয়েছে মাটিতে ।  
আল্লাহ, আল্লাহ করো কবুল আমার নবীর গুঁয়াকে ।  
শক্তি দিও আমাকে, শক্তি দিও উনাকে -  
শক্তি দিও সবারকে যেন গুঁতে পারি মাটিতে ।  
খেজুর পাতার চটে সে গুঁয়েছে জীবন ভর,  
পর্দা করার পরেও গুঁয়ে আছে মাটির উপর ।  
সাহিন সেই নবীর আদর্শকে মেনে চল,  
যা লিখবি কলমে সব হবে গজল ।  
দো-জাহার বাদশা হয়েও,  
আমার নবী কখনো গুঁয়েনী মখমলে,  
হাত বালিশ চট বিছানা গুঁয়েছে মাটিতে ।

দুনিয়ার বুকে হাজারো জাতি

দুনিয়ার বুকে হাজারো জাতি,  
ইসলাম সবার আলোর বাতি ।  
ধরায় নবীতো অনেক এসেছে,  
মুহাম্মাদ সবার নবী ।  
মক্ক যার জন্মভূমি,  
আরশে যিনি গমনকারী ।  
সে তো অন্য কেউ নারে ভাই,  
আমার প্রিয় নবী ।  
যার উসিলায় আল্লাহ সকল মখলুক  
করেছেন সৃষ্টি,  
এসো মোমিন সবাই মিলে তার নামে দুরুদ  
পড়ি ।

আল্লাহ রাব্বু মুহাম্মাদীন  
সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,  
নাহেঁনু এবাদু মুহাম্মাদীন  
সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,  
যার নূরের আলো আলকিত সকল ধরা,  
সাহিন সেই নবীর পথে চললে---  
হবি জান্নাতি তুই, হবি জান্নাতি ।  
দুনিয়ার বুকে হাজারো জাতি,  
ইসলাম সবার আলোর বাতি ।  
ধরায় নবীতো অনেক এসেছে,  
মুহাম্মাদ সবার নবী ।

## কবির কলম লিখে হাজার কথা

কবির কলম লিখে হাজার কথা,  
মাবুদ আমি লিখেছি তোমার কথা ।  
শয়তান হতে রক্ষা কর,  
আমায় দীদার করিয়ে দাও তোমার কাবা ।  
মাবুদ দীদার করিয়ে দাও তোমার কাবা ।  
কবির কলম লিখে হাজার কথা,  
তুমি রহমানো-রহীম,  
তুমি পরম করুণাময় ।  
তোমার সৃষ্টি সকল মখলুক,  
তোমার দয়ার নাইকো কোন ক্ষয় ।  
মাবুদ আমি হাজার বছর বেঁচে থাকতে চাইনা,  
কাবার পাশে চাই এক প্রহর ।  
তোমার নবীর রাওজা দীদার করে,  
তবে যেন আমার মরন হয় ।  
ঘাসে ঘাসে, ফুলে ফুলে-  
হাজারো প্রাণী তোমার যিকির করে ।  
কেউ পড়ে আল ওয়াহীদ,  
কেউবা পড়ে মালিকুল মুলুক ।

## আউলিয়াদের সেরা যিনি

আউলিয়াদের সেরা যিনি,  
আবদুল কাদীর জিলানী ।  
বাগদাদের জমিনে,  
আজো আছেন গুঁয়ে ।  
আর পাক ভারতের আজমগরে,  
সুন্নীদের পাহারা দিচ্ছে ।  
নবীর দুলারা খাজা পিয়া ।  
যেই দুওয়ারে যাবি তুই,  
সেই দুওয়ারে পাবি ।  
যেখানে ইচ্ছে থল ভরেনে,  
এতে নাজদিয়া যদি জ্বলে-  
আরো বেশি করেনে ।  
জ্বলেপুরে ছাঁয় হয়ে যাক,  
আমাদের ঈমান তাজা হবে ।  
ভারতে ঠোকর খেলে,  
খাজা পিয়া সামলাবে ।  
বাগদাদে ঠোকর খেলে,  
সামলাবে জিলানী মিঞা ।  
তার মদিনায় ঠোকর খেলে,  
সামলাবে দো-জাহা নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা ।  
সাহিন ঠোকর খেতে খেতে,  
সকল সুন্নীরা যাবে জান্নাতে ।  
আর নাজদিয়া মুখ মুঁবে জাহান্নামে যাবে ।  
আউলিয়াদের সেরা যিনি,  
আবদুল কাদীর জিলানী ।  
বাগদাদের জমিনে,  
আজো আছেন গুঁয়ে ।

## আল্লাহর বন্ধু যিনি

আল্লাহর বন্ধু যিনি  
মা আমেনার পুত্র তিনি ।  
আবদুল মুত্তালিবের খেলার সাথী  
দায় হালিমার নয়ণ মণি ।  
এই দুনিয়ায় সৃষ্টির আগে সৃষ্টি যিনি  
সে যে আমার দয়াল নবী ।  
আল্লাহর বন্ধু যিনি ।  
সেই নবীকে দেখার তরে  
বনের জন্তুরাও প্ল্যান করে ।  
সেই নবীই হলে আমার নবী ।  
আল্লাহর বন্ধু যিনি  
মা আমেনার পুত্র তিনি ।  
যার আঙ্গুলের ঈশারাতে  
চাঁদ হয়েছে দুই টুকরো ওরে  
সেই নবী মক্কাবাসী ।  
আল্লাহর বন্ধু যিনি  
মা আমেনার পুত্র তিনি ।  
আবদুল মুত্তালিবের খেলার সাথী  
দায় হালিমার নয়ণ মণি ।  
আবদুল্লাহর জীবন সাথী  
আমার দয়াল নবী  
আল্লাহর বন্ধু যিনি  
মা আমেনার পুত্র তিনি

## যেদিন থেকে বুঝেছি

যেদিন থেকে বুঝেছি  
মদিনা কাকে বলে,  
ফাঁকা দেশ বীরসিংগছে  
মন থাকে মদিনাতে ।

আমার দুই নয়ণের নয়ণ তারায়  
আমি সবসময় কাবা দেখতে পায় ।

আর কান অস্তির হয়ে আছে,  
মক্কার আযান শুনবে বলে ।

আমার পা আমাকে বলে,  
একটু সামনে এগিয়ে চলরে ।  
নীব তোর আপেক্ষায় আছে,  
একটু এগিয়ে চলরে ।

আহামদ রেজা খাঁ,  
আমার নবীর পিয়ারা ।  
সুন্নীদের ঘরের আলো,  
আহামদ রেজা বলো ।

যেদিন থেকে বুঝেছি  
মদিনা কাকে বলে,  
ফাঁকা দেহ বীরসিংগছে  
আর মন থাকে মদিনাতে ।

## আকাশেতে লক্ষ তারা

আকাশেতে লক্ষ তারা,  
একটি মাত্র চাঁদ ।  
সৃষ্টিকূলের সর্বসেরা প্রিয় মুহাম্মাদ,  
গো আমার প্রিয় মুহাম্মাদ ।  
বুলবুলিরা দলে দলে গাছের ডালে,  
বাতাসে সর্বক্ষণ ডাকে মুহাম্মাদ বলে ।  
গো মুহাম্মাদ বলে ।  
নদীর জল কূল কূল সাগরে ঢেউ খেলে,  
সবাই আমার আল্লাহ ও নবীর নামের  
তসবীহ পড়ে ।  
সবকিছুর মালিক যিনি নামটি রহমান ।  
তার দয়ায় সকল কিছু আছে বিরাজমান ।  
গো এখনো আছে বিরাজমান ।  
আমার দয়াল রহমান---  
গো আমার দয়াল রহমান ।  
আকাশেতে লক্ষ তারা,  
একটি মাত্র চাঁদ  
সৃষ্টিকূলের সর্বসেরা প্রিয় মুহাম্মাদ,  
গো আমার প্রিয় মুহাম্মাদ ।

## আমার জান্নাতেরো জান্নাত---

আমার জান্নাতেরো জান্নাত---  
আছে আল্লাহ জমিনা । ২  
শহরে আরবের বুকে---  
মদিনা নাম স্থান । ২  
সেখানকার পাখিরাও গাই,  
আমার নীবর নামের গজল । ২  
কী গাই?  
মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল । ৪  
যত কিছু আছে এই জমিনের বুকে । ৩  
সবাই সিজদায় রত--  
আমার আল্লাহর দারে । ২  
আমার জান্নাতেরো জান্নাত---  
আছে আল্লাহর জমিনে । ২  
শহরে আরবের বুকে---  
মদিনা নাম স্থান । ২  
আকাশের চাঁদ, সিতারা---  
ভূ-গর্ভের বালি, পাথর । ২  
সবাই আল্লাহকে রব---  
মানে বারাবর । ২  
এমন কিছু জাতি, ধর্ম---  
জন্মেছে জগেতর বুকে । ২  
তারা আল্লাহকে ছেড়ে---  
আল্লাহর সৃষ্টি গুলোকে রব মানে ।  
আমার জান্নাতেরো জান্নাত---  
আছে আল্লাহর জমিনে । ২  
শহরে আরবের বুকে ---  
মদিনা নামক স্থান । ২

## শোনো মোমিন মোমেনাত

শোনো মোমিন মোমেনাত,  
আমার একটা জরুরি বাত । ২  
পড়ো নামায করো রোজা,  
ঠিকানা হবে জান্নাত । ২  
আর ঘরে যদি থাকে মা-বাপ,  
করো তাদের খেদমত । ২  
মক্কা যেতে হবে না ।  
ঘরে বসে হবে হজ্ব । ২  
মোমিন যদি যেনে শোনেও নামায ছাড়ো,  
তোমার উপর আল্লাহর লানত পড়বে  
বড় বড় । ২  
মরার পরে জ্বলবি জাহান্নামে, ২  
কেউ যাবে না তোকে বাঁচাতে ।  
দেখো এখনো সময় আছে,  
মসজিদে মুত্তয়াজ্বিন হাকছে । ২  
যারে যা যারে যা মোমিন, ও  
মসজিদে ধৈঁয়ে যা ।  
সুন্নত, ফরজ আদায় করে, ২  
ঠিকানা বানা জান্নাতে ।  
সকল পাপ ধরে মুছে,  
মাটির উপর পড়ে যাবে । ২  
শোনো মোমিন মোমেনাত,  
আমার একটা জরুরি বাত (কথা) । ২  
পড়ো নামায করো রোজা,  
ঠিকানা হবে জান্নাত । ৩  
আর ঘরে যদি থাকে মা-বাপ,  
করো তাদের খেদমত । ৩  
মক্কা যেতে হবে না,  
ঘরে বসে হবে হজ্ব

## আল্লাহ্ রাক্বু মুহাম্মাদ্বীন -

আল্লাহ্ রাক্বু মুহাম্মাদ্বীন -  
সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,  
নাহেনু এবাদু মুহাম্মাদ্বীন-  
সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।  
এসোরে সুন্নী মুসলমানরা,  
নবীর নামে দরুদ পড়ি ।  
আল্লাহ্ রাক্বু মুহাম্মাদ্বীন -  
সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
নাহেনু এবাদু মুহাম্মাদ্বীন-  
সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।  
মুসলিম নাম ধারি কিছু নাজদি,  
বলে দরুদ পড়া যাবে না ।  
আমরা নীবর গোলাম বলেই,  
নবীর নামে দরুদ পড়ি ।  
স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফারেস্তারা-  
নীবর নামে দরুদ পড়ে ।  
আল্লাহ্ রাক্বু মুহাম্মাদ্বীন -  
সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,  
নাহেনু এবাদু মুহাম্মাদ্বীন-  
সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

## সবুজে ঘেরা এই পৃথিবীটা,

সবুজে ঘেরা এই পৃথিবীটা,  
কিয়ামতের দিনে ধংস হবে।  
আপন আপন করছো যাদের  
তারা সবাই ভুলে যাবে।  
যত নবী-রাসূল এসেছে  
সবাই একটাই কথা বলেছে,  
কী বলেছে?  
পড়ো হে মানব সকলে মিলে,  
লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।  
লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।  
সবুজে ঘেরা এই পৃথিবীটা,  
কিয়ামতের দিনে ধংস হবে।  
আপন আপন করছো যাদের  
তারা সবাই ভুলে যাবে।  
হে দুনিয়ার মুসলমানগণ,  
ভুলে যেওনা মরতে হবে।  
আজ নয়তো কালকে,  
চারজনে কাঁধে নেবে।  
আপন আপন করছো যাদের  
তারা সবাই ভুলে যাবে।  
সাহিন সাধের এই দুনিয়ায়,  
করিসনা আর রং তামাশা।  
আকাশে তাকিয়ে দেখ চোখ মেলে,  
সূর্য ডুবিম ডুবিম হয়েছে।  
সবুজে ঘেরা এই পৃথিবীটা,  
কিয়ামতের দিনে ধংস হবে।  
আপন আপন করছো যাদের,  
তারা সবাই ভুলে যাবে।

## একদিন এই পৃথিবী ধংস হবে

একদিন এই পৃথিবী ধংস হবে,  
কেহ কাহকে নাহি পাবে।  
না বাবা ছেলের হবে,  
না ছেলের বাবা হবে।  
আপন আপন কৃতকর্ম নিয়ে,  
দাঁড়াতে হবে রবের সামনে  
একদিন হৈ পৃথিবী ধংস হবে,  
কেহ কাহকে নাহি পাবে।  
ওগো আমার দয়ার মারুদ,  
আমার মনে দাও শক্তি ভরে।  
তোমার পথে চলতে গিয়ে,  
আমার যেন অবসান ঘটে।  
একদিন এই পৃথিবী ধংস হবে,  
কেহ কাহকে নাহি পাবে।  
যখন হাশরের মাঠে মিজান কায়েম হবে,  
সবার আমলনামা মাপা হবে।  
তখন আমার দয়ার নবী,  
আপন উম্মতকে সাথে নেবে।  
একদিন এই পৃথিবী ধংস হবে,  
কেহ কাহকে নাহি পাবে।  
না বাবা ছেলের হবে  
না ছেলের বাবা হবে,  
সাহিন সারাক্ষন রবকে ডাক,  
পাগল হবে নবীর প্রেমে।  
একজন ক্ষমতাকারী ক্ষমা করবে,  
একজন সংস্কারী সংগে নেবে।  
একদিন এই পৃথিবী ধংস হবে।  
কেহ কাহকে নাহি পাবে।  
না বাবা ছেলের হবে  
না ছেলের বাবা হবে,



## আজ বিদায় নিল রমজান মাস

আজ বিদায় নিল রমজান মাস  
আর এল ঈদের খুশির জোয়ার।  
দুওয়ারে দুওয়ারে দেখে কেমন,  
লেগেছে ভীর-ভার।

ঈদের খুশির সুবাস পাবে সেই মানুষদি মনে।  
যেই মানুষটি তিরিশ রোজা রাখল মেহেনত করে।

আজ খুশির তরে দলে দলে,  
লোক জমেছে ঈদগায়।

কটে পড়ে লাইলাহা,  
আর কেউ মদিনায় দরুদ পাঠায়।

সবার মুখে হাসি ফোটে,

আজ দুঃখের লেশ মাত্রাও নাই।

সবাই মিলে নামায পড়ে গলা মিলায়,

বছর বছরের শক্রতা আজ যায় মিটে।

গলার মিলনের ভাই গলার মিলনে।

মা, বোনেরা ঘরে পাঠায় সালাম,

বাচ্চারাও খুশির তরে বলে মহযাম।

মহান আল্লাহ বরকতের মাস দিল ইসলামকে।

আশারে কিয়ামত অবদি থাকিবে।

সাহিন ঈদের খুশি তুই পেতে যদি চাস,

সব ছেঁড়ে রমজানে রোজ করিস।

আজ বিদায় নিল রমজান মাস,

আর এল ঈদের খুশির জোয়ার।

দুওয়ারে দুওয়ারে দেখে কেমন,

লেগেছে ভীর-ভার।

## ১২ রাবিউলের ভোরে---

১২ রাবিউলের ভোরে---

জন্ম নিলেন বিশ্বনবী।

ঐ আরবের বুকে। ৪

আবদুল্লাহর ঘরে -

মা আমিনার কোলে। ২

১২ রাবিউলের ভোরে। ২

চরম দুর্নীতিময় দুনিয়া,

শান্তি পেল খুঁজে। ২

১২ রাবিউলের ভোরে,

আমার নবীর আগমেন। ২

গোটা ধরণীতে আলোর জ্যোতি, ২

ঝলমল করে

১২ রাবিউলের ভোরে

আমার নবীর আগমেন। ২

দুনিয়ার স্বাধীনতার ভুখা মানুষ। ২কে

স্বাধীনতা পেল হাতে।

১২ রাবিউলের ভোরে

আমার নবীর আগমেন। ২

আল্লাহর সকল সৃষ্টি মিলে। ২কে

মক্কা শহরের ভূমি দেখে।

১২ রাবিউলের ভোরে,

আমার নবীর আগমেনে। ২

১২ রাবিউলের ভোরে,

জন্মনিলেন বিশ্বনবী,

ঐ আরবের বুকে। ৪

১২ রাবিউলের ভোরে-----

আমি কালকে যাব শেষ সফরে,

আমি কালকে যাব শেষ সফরে,

চারজনের কাঁধে চেপে ।

আমায় তারা ছেড়ে আসব,

বাঁশবাগানের কোনে ।

ঘরে কাঁদবে মা জননী,

কাঁদবে জন্মদাতা ।

দাফন করার পরে আর

আমার কেউ নিবেনা পাতা (খোঁজ-খবর) ।

আমি কালকে যাব শেষ সফরে,

চারজনের কাঁধে চেপে ।

আমায় তারা ছেড়ে আসব,

বাঁশবাগানের কোনে ।

যখন একে একে দুনিয়ার সবাই হবে পর ।

যখন অন্ধকার করবে আমার বয়বে ভয়ের

ঝড় ।

যখন নেকীর, মুনকীর এসে আমাকে সিউরে

দাড়াভে ।

তখন,

দো-জাহানের বাদশা,

আমার নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা ।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে বানাবে নিজ সঙ্গী ।

আল্লাহ্ আকবর । ৯

আমি কালকে যাব শেষ সফরে,

চারজনের কাঁধে চেপে ।

আমায় তারা ছেড়ে আসবে,

বাঁশবাগানের কোনে----

(৩২)

pdf By Syed Mostafa Sakib

• প্রাপ্তি স্থান •

## কে. জি. এন. বুক সেন্টার

নিয়ার মরকাজ হনফী সুন্নী জামে-মসজিদ

নূরী চৌক, রামগঞ্জ বাজার

পোঃ- রামগঞ্জ, থানা- ইসলামপুর

জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩২০৭ (পঃ বঃ)

ফোন - 8906486642 / 9933683545

বিঃ দ্রঃ - এখানে ইসলামিক মাদ্রাসার বই, কুরআন শরীফ আরবী, বাংলা, হিন্দী, ইংরাজি, সিপারা, রিহাল, জইনামায, হাজী, রুমাল, বোরকা, টুপি, সুরমা, কাজল, তসবি, ঘর-বন্দিস-কিল, জুলুসে মুহাম্মাদীর ঝাড়া, ইসলামিক, ক্যালেন্ডার, খাতা, কমল, মাজার শরীফের চাঁদর আরো রকমের জিনিস পত্র, খুচরো ও পাইকারী পাওয়া যায়।

• প্রকাশক •

## মহঃ হালিমুদ্দীন

গ্রাম- রামপুর, পোঃ লক্ষ্মীপুর, জেলা- উত্তর দিনাজপুর

ফোন : 9775985259

মুদ্রণ : সোনালী প্রিন্টিং প্রেস  
রামগঞ্জ বাজার

২০১৭

## নতুন গজলে

মাহে-রমজানের বাহার



## কে. জি. এন. বুক সেন্টার

নিয়ার মরকাজ হনফী সুন্নী জামে-মসজিদ

নূরী চৌক, রামগঞ্জ বাজার

পোঃ- রামগঞ্জ, থানা- ইসলামপুর

জেলা- উত্তর দিনাজপুর (পঃ বঃ)

ফোন - 8906486642

মুহাম্মাদ সাহিন আকতার

ফোন - 9832568010 / 7047684816

হাদিয়া - ১২ টাকা মাত্র